চলে গেলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি এভারটন উইকস

ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি স্যার এভারটন উইকস গত বছরের জুনে হার্ট অ্যাটাক করেন। সেই থেকেই অসুস্থ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুধবার মৃত্যুর কাছে হার মানলেন তিনি। বারবাডোজে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন ৯৫ বছর বয়সী সাবেক এই ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান। খবরটি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

উইকস ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত ‘থ্রি ডব্লিউ’ এর শেষ জীবিত সদস্য। অন্য দু’জন স্যার ক্লাইড ওয়ালকট ও স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল। তারাও না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন অনেক আগেই। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল এ তিনজনের।

তিনজনের মধ্যে সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন উইকস। ১৯৪৮ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন টানা পাঁচ টেস্ট ইনিংসে, যা এখনও বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে। এছাড়া ষষ্ঠ ইনিংসে আম্পায়ারের ভুলে ৯০ রানে রান আউট হয়েছিলেন তিনি।

টেস্টে উইকস এক হাজার রান ছুঁয়েছিলেন মাত্র ১২ ইনিংসে। এটিও হার্বার্ট সাটক্লিকের সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্ব রেকর্ড। সব মিলিয়ে ৪৮ টেস্টে ৫৮.৬১ গড়ে রান করেছেন ৪ হাজার ৪৫৫। ১৯৯৫ সালে পান ‘নাইটহুড’ উপাধি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ইরানে মেডিকেল সেন্টারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ১৯

ইরানের রাজধানী তেহরানের উত্তরে একটি মেডিকেল সেন্টারে বড় ধরনের বিস্ফোরণে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৬ জন।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সিনা আথার নামে ওই ক্লিনিকে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ফার্স ১৩ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। পরে প্রেস টিভির খবরে ১৯ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বিবিসির খবরেও ১৯ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

তেহরানের ডেপুটি গভর্নর হামিদ রেজা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে জানান, তেহরান বিস্ফোরণের সঙ্গে নাশকতার যোগ নেই। এটি একটি দুর্ঘটনা মাত্র। গ্যাস লিকের কারণেই বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন।

দেশটির উপস্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরাজ হারিচি জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে নিহত ১৯ জনের মধ্যে ১০ জনই নারী।

বিস্ফোরণের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ভিডিও পোস্ট হয়। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, উত্তর তেহরানের ওই মেডিকেল ক্লিনিকে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেখানকার লোকজন বাচার আর্তি জানাচ্ছেন।

একটি ভিডিওতে উত্তর তেহরানের ওই মেডিকেল সেন্টারে বিস্ফোরণের পর বড় মই দিয়ে ভবনের ছাদে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।

গত সপ্তাহেও তেহরানের একটি সামরিক অঞ্চলের কাছে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আরব নিউজের খবরে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের কারণে তেহরানের ঘরবাড়ি কেঁপে উঠেছে, ভেঙেছে জানালার কাচ। স্থানীয় বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো ঘটনাস্থলের খুব বেশি ফুটেজ দেখায়নি। তারা শুধু রাস্তায় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরিত সিলিন্ডার দেখিয়েছে। কেন এই বিস্ফোরণ, সে বিষয়েও তেমন কিছু উল্লেখ করেনি।

সুত্র-যুগান্তর

এত রেমডিসিভির দিয়ে করবেন কী ট্রাম্প?

কোভিড-১৯ ভাইরাসের উপসর্গের চিকিৎসায় কিছুটা কার্যকরী দাওয়াই হিসেবে প্রমাণিত রেমডিসিভিরের পরবর্তী তিন মাসের স্টক কিনে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন।

দেশটির জনপ্রিয় গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের কারণে মহামারীর এই সময়ে ইউরোপসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ওষুধটি আর কিনতে পারবে না।

বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকারকর্মীরা করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন কর্মকাণ্ডকে ‘একতরফা’ ও ‘স্বার্থপর’ মন্তব্য করে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে সতর্ক করেছেন। এত রেমডিসিভির দিয়ে ট্রাম্প কী করবেন সেটি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

ইংল্যান্ডের লিভারপুল ইউনিভার্সিটির গবেষক অ্যান্ড্রু হিল বলেছেন, ‘রেমডিসিভিরের অধিকাংশ সরবরাহ ট্রাম্প কিনে নিয়েছেন। ইউরোপের জন্য তো কিছুই রাখেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা সচিব অ্যালেক্স আজার জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেমডিসিভির পেতে দারুণ একটি চুক্তি করেছেন। আমেরিকার সব রোগী যেন এটি ব্যবহার করতে পারেন, সেটি তিনি নিশ্চিত করতে চাইছেন।

এই জেনেরিকের ওষুধটি মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি গিলিয়াডের নামে পেটেন্ট করা। অর্থাৎ ওষুধটির ওপর এই কোম্পানিটিরই একচেটিয়া অধিকার। অন্য কোনো দেশ তাদের অনুমতি ছাড়া তৈরি করতে পারবে না।

রেমডিসিভির মূলত ইবোলার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কাজ করেনি। এখন কোভিড ১৯-এর চিকিৎসায় রোগীদের দ্রুত সুস্থ হওয়ার প্রমাণ মিলেছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি কোম্পানি ওষুধটি তৈরির অনুমতি পেয়েছে।

কয়েক মাস ধরে ভারত-ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশে ওষুধটি করোনার

[redacted]

[redacted]

নির্দেশনায় বলা আছে এমন একটি কক্ষে করতে হবে, যেটি কাঁচে ঘেরা। এ সময় অভিযুক্তের আইনজীবী এবং স্বজনদের পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়ার কথাও বলা আছে। কিন্তু এই নির্দেশনা অনুসরণ করার ঘটনা বিরল। কখনো হয়তো হয়নি।’

কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির শিশির, মানবাধিকার কর্মী মুশতাক আহমেদ ও দিদারুল ভুঁইয়া এবং ব্যবসায়ী মিনহাজ মান্নান ইমনের গ্রেফতারের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘‘সম্প্রতি ভার্চুয়াল আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তারা সবাই করোনা নিয়ে ‘ফেসবুকে গুজব ছড়ানোর’ অভিযোগে এক মাসের বেশি সময় আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।’’

এইচআরডব্লিউ’র দাবি, ‘বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রযুক্তি মাধ্যমের জন্য করা হলেও এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বক্তব্যকেও এখন অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।’

এই মহামারীর সময়ে ‘মারাত্মক অপরাধ’ না করা ব্যক্তিদের জেল থেকে মুক্তি দেয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়, ‘কভিড-১৯ নিয়ে সমালোচনা করা ব্যক্তিদের না খুঁজে কাজলের মতো যেসব ব্যক্তি অন্যের বিপদের কারণ হননি, তাদের বাংলাদেশ সরকারের মুক্তি দেয়া উচিত।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনার সম্ভাব্য ভ্যাকসিন তৈরির ঘোষণা ভারতের

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ভ্যাকসিন তৈরির চেষ্টায় রয়েছে বহুদেশ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা বিজ্ঞানীরা দিন-রাত এক করে দিচ্ছেন কোভিড ১৯-এর কার্যকর ওষুধ উদ্ভাবনে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত করোনার কার্যকর দাওয়াই আবিষ্কারের ঘোষণা দিতে পারেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

বহুদেশ করোনার সম্ভাব্য ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের ঘোষণা দিয়েছে। এবার সেই দৌড়ে শামিল হয়েছে ভারত। সরকারি উদ্যোগে করোনার সম্ভাব্য প্রতিষেধক ‘কোভ্যাক্সিন’ তৈরি করেছে। যেটি মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছে ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

হায়দরাবাদভিত্তিক ভারত বায়োটেক, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর) ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির (এনআইভি) সমন্বিত উদ্যোগে করোনাভাইরাসের এ সম্ভাব্য প্রতিষেধকটি তৈরি করা হয়।

জানা গেছে, কোভ্যাক্সিনের উপাদান দেখেশুনে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা চালানোর অনুমতি দিয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া। এ পর্যায়ে মানবদেহে ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করে পরীক্ষা করা হবে। সব ঠিক থাকলে জুলাই থেকেই শুরু হয়ে যাবে পরীক্ষা।

উল্লেখ্য, পোলিও, র্যা বিস, জাপানিজ এনসেফেলাইটিস, জিকা ও চিকুনগুনিয়ার মতো বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক উদ্ভাবনে খ্যাতি রয়েছে ভারত বায়োটেকের। এবার করোনার টিকা উদ্ভাবনে সফল হয় কিনা সেটিই দেখার পালা।

‘কোভ্যাক্সিন’ তৈরি হওয়ার কথা সোমবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করেন ভারত বায়োটেকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কৃষ্ণ এল্লা। তিনি বলেন, ‘আমরা কোভিড-১৯ প্রতিরোধ করতে প্রথম দেশজ প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পেরে গর্বিত। কোভ্যাক্সিন তৈরির কাজে আইসিএমআর ও এনআইভি আমাদের সহযোগিতা করেছে।

জানা গেছে, পুনের এনআইভিতে নভেল করোনাভাইরাসের বিশেষ স্ট্রেনকে রোগীদের নমুনা থেকে আলাদা করে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় ভারত বায়োটেকে। এর পরই সর্বাধিক জৈব নিরাপত্তায় কোভ্যাক্সিন তৈরির কাজ শুরু হয় হায়দরাবাদের জেনোম ভ্যালিতে। ভারত বায়োটেকের হাইকনটেইনমেন্ট ব্যবস্থার মধ্যেই পুরো কাজ হয়। প্রাণির দেহে প্রয়োগ করে ভাইরাসের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পর্ব এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এতে সফল হওয়ার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

এর পর কোভ্যাক্সিনের প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল সরকারকে জমা দেয় বায়োটেক। এর পরই ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল

অর্গানাইজেশন (ডিসিজিআই) মানবদেহে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা চালানোর অনুমতি দেয়।

চলতি বছরের ৯ মে ভারত বায়োটেকের এ গবেষণার কথা জানিয়েছিল আইসিএমআর।
তবে কোভ্যাক্সিন সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপগুলোতে কতটা সময় লাগতে পারে, কিংবা ভ্যাকসিনটি কবে নাগাদ বাজারে আসতে পারে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে সব মিলিয়ে চার-পাঁচ মাস লাগতে পারে কোভ্যাক্সিনের সব রকম পরীক্ষা শেষ হতে।
চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস ভারতেও দাপট দেখাচ্ছে। ওয়ার্ল্ডওমিটারসের তথ্যানুযায়ী, দেশটিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৬৭ হাজার ৫৩৬ জন। আর মারা গেছেন ১৬ হাজার ৯০৪ জন। সুত্র- যুগান্তর

ভারতে ওষুধ কারখানার বিষাক্ত গ্যাসে নিহত ২

ভারতের বিশাখাপত্তনমে আবারও একটি ওষুধ কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক করে মারা গেছে দুজন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও চারজন।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের পারওড়ারা এলাকার একটি ওষুধ কারখানা থেকে গ্যাস লিক শুরু হয়। কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। খবর এনডিটিভির।

গত মাসেও বিশাখাপত্তনমের দক্ষিণ শহরতলির কাছে গোপালপত্তনম এলাকায় একটি রাসায়নিক কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক করে দুই শিশুসহ ১১ জন মারা যান।

আগের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নেন বলে জানান পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তা উদয় কুমার।

তিনি জানান, ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দমকল বাহিনী গিয়ে

উদ্ধারকাজ শুরু করে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গোটা কারখানাটি।

উদয় কুমার আরও জানিয়েছেন, খুব দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনায় প্রাণহানি কম হয়েছে। যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং যারা অসুস্থ হয়েছেন, তারা ওই কারখানারই কর্মী।

তবে কর্মীরা আগে থেকেই সতর্ক হওয়ায় কারখানার বাইরে গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তা না হলে অনেক বড় বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

তবে কীভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ ক্ষেত্রে কারও গাফিলতি ছিল কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন উদয় কুমার।

মুখ্যমন্ত্রী জগমোহন রেড্ডি ঘটনার সবিস্তার রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

তবে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, গোপালপত্তনমের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার তত্পরতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা চিকিৎসায় ব্যয় বাড়ছে

সরকারিভাবে করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় ফি আরোপ করা হয়েছে। এখন থেকে বুথে গিয়ে নমুনা পরীক্ষার জন্য লাগবে ২০০ টাকা। বাসা থেকে নমুনা নিয়ে গেলে দিতে হবে ৫০০ টাকা। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের নমুনা পরীক্ষার জন্যও ২০০ টাকা করে দিতে হবে। সোমবার এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার সুযোগ থাকায় উপসর্গহীন ব্যক্তিরা বারবার সুযোগ নিচ্ছেন। এটা বন্ধেই নমুনা পরীক্ষার জন্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে আগে থেকেই বেসরকারি হাসপাতালে করোনার নমুনা পরীক্ষার জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করা আছে। বেসরকারিভাবে বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য দিতে হয় সাড়ে চার হাজার টাকা করে। এছাড়া কিছু বেসরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার ব্যয়

রোগীদেরই মেটাতে হচ্ছে। সব মিলে দেশে করোনা চিকিৎসার ব্যয় বাড়ছে। এতে পরীক্ষা কমবে ফলে সংক্রমণ বাড়বে বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারি হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা না পাওয়ার ঘটনা নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। যদি কোভিড-১৯ রোগীর আইসিইউ বা অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তাহলে খরচের বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে না। এসবের সঙ্গে যোগ হচ্ছে সরকারিভাবে নমুনা পরীক্ষার ফি। এতে চিকিৎসা ব্যয় সাধারণ জনগণের আওতার বাইরে যাওয়ার পাশাপাশি চলমান মহামারী নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বলে তারা শঙ্কা প্রকাশ করেন। ফি’র কারণে অনেকেই নমুনা পরীক্ষায় উৎসাহ হারাবে। এতে সংক্রমণ নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াবেন। রোগটি ছড়িয়ে দেবেন সুস্থ মানুষের দেহে। এতে সংক্রমণ আরও বাড়বে।

তারা বলছেন, করোনা মহামারীতে শনাক্তকরণ পরীক্ষা ফি নির্ধারণ দেশের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। এমনিতেই দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের দায়িত্ব সরকারের। আর মহামারী অবস্থায় সব বেসরকারি হাসপাতাল আপৎকালীনের জন্য অধিগ্রহণ করে সর্বস্তরে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা উচিত। সেটি না করে ফি নির্ধারণের মতো অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন তারা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা থেকে রোববার (২৮ জুন) ফি নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সরকারি সব হাসপাতালের জন্য এ ফি প্রযোজ্য হবে।

‘কোভিড-১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইউজার ফির হার নির্ধারণ’ শিরোনামের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আরটি-পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে করোনাভাইরাস সংক্রমণ নির্ণয় করা হয়। বর্তমানে এ পরীক্ষা সরকার বিনামূল্যে করার সুযোগ দিচ্ছে। ফলে কোনো উপসর্গ ছাড়াই অধিকাংশ মানুষ এ পরীক্ষা করানোর সুযোগ গ্রহণ করছেন। এ অবস্থায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অপ্রয়োজনীয় টেস্ট পরিহার করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের ১৫ জুনের এক স্মারকের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ফি নির্ধারণ করা হল। আরটি-পিসিআর পরীক্ষার জন্য আদায় করা অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। ‘চিকিৎসা সুবিধা

[redacted]

[redacted]

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কানাডায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৯১৮ জন।

এ পর্যন্ত দেশটিতে মারা গেছে ৮ হাজার ৫৬৬ জন, আর সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬৭ হাজার ১৭৮ জন। সুত্র-যুগান্তর

মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ইরানে

কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করছে ইরান। এ ঘোষণা দিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি বলেছেন, করোনাভাইরাসের মহামারী কার্যকরভাবে মোকাবেলায় যেসব জায়গাকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হবে, সেসব স্থানে ৫ জুলাই থেকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। যেসব জায়গায় জনসমাগম বেশি হয়, সেখানে অবশ্যই মাস্ক পরে যেতে হবে।

রোববার রাজধানী তেহরানের করোনাভাইরাস প্রতিরোধবিষয়ক সদর দফতরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুহানি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই আমি বলছি যে, আমাদের দীর্ঘদিন ধরে করোনাভাইরাসের সঙ্গে বসবাস করার মতো অবস্থা তৈরি করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে এই ভাইরাস প্রতিরোধ করার প্রধান উপায়। তাই লোকজনকে সেটি মানতে হবে।

রুহানি বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে মাস্ক পরা। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং আগামী ৫ জুলাই থেকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হবে। তিনি বলেন, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সবাইকে সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান থেকে সর্বপ্রথম করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বের যেসব দেশে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এই ভাইরাস, ইরান তার অন্যতম। দেশটিতে বহু

মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল, সেই তুলনায় মৃত্যু ছিল খুবই কম। ইরান সফলভাবেই করোনা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সূত্র-যুগান্তর

নেপালের নির্বাচিত সরকার উৎখাতে ষড়যন্ত্র করছে ভারত: ওলি

নেপালের নির্বাচিত সরকার উৎখাতের জন্য ভারত ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি।

রোববার দেশটির প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মদন ভান্ডারির ৬৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিজের সরকারি বাসভবনে এক ভাষণে তিনি একথা বলেন। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়া ও জি নিউজের।

সম্প্রতি নেপালের নতুন মানচিত্রে ভারতের লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কারণে তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে তার প্রতিপক্ষদের দিল্লি উস্কানি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ওলি।
নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেপালের সংবিধান সংশোধন নিয়ে ভারতে বৈঠক করা হচ্ছে। আমাদের সরকার ফেলতে ষড়যন্ত্র চলছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং কাঠমান্ডুতে দিল্লির দূতাবাস এই ষড়যন্ত্র করছে। তবে এই ‘যড়যন্ত্রকে’ আমল দিতে নারাজ ওলি। বলেন, নেপালের ভূখণ্ড চিহ্নিত করায় নাখোশ ভারত। আমাদের জাতীয়তাবাদ এত দুর্বল নয়। আমরা আমাদের মানচিত্র পরিবর্তন করেছি এবং এখন যদি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করা হয় তাহলে নেপালের জনগণের কাছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।
নেপালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে দেশটির সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী ১৩ জুন সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। এতে নতুন মানচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে বিতর্কিত লিমপিয়াধুরা-কালাপানি-লিপুলেখ অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারত এই এলাকাগুলোকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে। ১৮ জুন বিলটিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট বিধবা ডেবি ভান্ডারি।

করোনা সংক্রমণ মোকাবেলায় ওলি প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নেপালের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নেপাল কমিউনিস্ট দলের ঘনিষ্ঠতা নিয়েও দলের ভেতর বিভাজন রয়েছে। সুত্র-যুগান্তর